Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-III, April 2021, Page No.37-50
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভারত-ইজরায়েল সম্পর্ক: বিবর্তন, চ্যালেঞ্জ এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তুলনামূলক আলোচনা

জয় চৌধুরী
গবেষক

Abstract:

India officially recognized Israel in 1950; the two countries established full diplomatic ties only on January 29, 1992. As of December 2020, India is among 164 United Nations (UN) member states to have diplomatic ties with Israel.. India has its embassy in the second-largest Israeli city of Tel Aviv. Israel, meanwhile, has its embassy in India in Delhi. It also has consulates in Mumbai and Bengaluru. The current Prime Ministers of the two countries, Narendra Modi and Benjamin Netanyahu, have visited the other's country in recent years. While Modi visited Israel in July 2017, Netanyahu arrived in India next January; Modi broke protocol to personally receive him at the airport. Netanyahu, too, had personally received Modi in 2017. In 1997, Ezer Weizman became the first President of Israel to visit India. In 2000, then home minister Lal Krishna Advani became the first Indian minister to visit Israel. The same year, Jaswant Singh became the first foreign minister of India to visit the country. Ariel Sharon became the first Israeli Prime Minister to visit India in 2003.. India is the largest buyer of military equipment from Israel, which, in turn, is the second-largest defence supplier to India, after Russia. India is also the tenth-largest trade partner of Israel, and the third-largest from Asia. The main significance of this paper is the relation between india israell over several fields, including defence, science, technology etc and method used of study in this paper is the comparison method. It is hard to describe in a single article, however this study is critically examine and Comparative Discussion on Evolution, Challenges and Recent Events on india Israel relation.

Keywords: United Nations, embassy, protocol, consulates, science and technology

ভূমিকা: ১৯৯২ সালে ভারত ও ইজরায়েল পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তখন থেকেই অর্থনৈতিক, সামরিক, কৃষি ও রাজনৈতিক স্তরে দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রস্ফুটিত হয়। জেরুজালেম এবং নয়াদিল্লির মধ্যে সম্পর্ক সর্বদা উষ্ণ ছিল না। যদিও উভয় দেশ একে অপরের কয়েক মাসের মধ্যে যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তারা প্রায় চার দশক ধরে নিজেদেরকে সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন দিকে এগিয়ে গেছে - আরব বিশ্ব ও সোভিয়েতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্বাধীন ভারত হিসাবে মিলন; ইজরায়েল যেটি তার ভবিষ্যতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং

পশ্চিম ইউরোপের সাথে বন্ধুত্বের সাথে সংযুক্ত করেছে। ইজরায়েল সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী আরেকটি বড় বাধা ছিল, কারণ ভারত আশঙ্কা করেছিল যে ইহুদি রাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলি কোনওভাবেই তার মুসলিম নাগরিককে - যে আরও ১০০ কোটিরও বেশি সংখ্যক - এবং আরব বিশ্বের সাথে সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে তা উগ্রপন্থী করে তুলতে পারে। যদিও ভারত ইজরায়েল থেকে ১৯৮০ সালের শেষের দিকে প্রকাশ্যে একটি দূরত্ব বজায় রেখেছে, বাস্তবে পূর্ববর্তী বছরগুলিতে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় কার্যক্রমের অনেকটাই ছিল। ১৯৫০ সালে ভারত ইজরায়েল সাথে ডি-জুরের স্বীকৃতি বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং ইজরায়েল মুম্বাইয়ে (বোম্বাই) একটি কনস্যুলেট বজায় রাখার জন্য কয়েক হাজার ভারতীয় ইহুদিদের ইজরায়েলে স্বেচ্ছাসেবী অভিবাসনের সুযোগ দিয়েছিল। কয়েক হাজার ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র এবং সম্প্রদায় বিকাশের বিশেষ কোর্স এবং প্রশিক্ষণের জন্য ইজরাইল ভ্রমণ করেছেন। ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কারগিল যুদ্ধে জিততে ইজরায়েলি ভারতকে সহায়তা করে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল। ইজরাইল ভারতকে মানবিক ত্রাণও দিয়েছিল। 2001 সালে একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরে, ইজরাইল ক্ষতিগ্রস্থদের মানবিক ত্রাণ এবং চিকিৎসা সরবরাহ করতে একটি আইডিএফ জরুরী প্রতিক্রিয়া প্রতিনিধিদল ভারতে দুই সপ্তাহের জন্য পাঠিয়েছিল। দৃঢ় ভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে উভয় দেশই প্রচুর উপকৃত হয়েছে। ভারত ইজরায়েল অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার হয়ে উঠেছে, ইজরায়েল ও ভারতবর্ষের বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উচ্চ-প্রযুক্তি সংস্থাগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি যৌথ উদ্যোগ গড়ে তুলেছে যা সফল আন্তর্জাতিক বাজারে সফলভাবে প্রতিযোগিতা করছে। দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য ও সহযোগিতা এখন প্রধানত সুরক্ষা-সংক্রান্ত চুক্তি এবং কৃষি ও জল নির্মূলকরণের মতো ক্ষেত্রে সহায়তাকে কেন্দ্র করে।

যদিও ভারত ও ইজরায়েল অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তবে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রায় চার দশক সময় লেগেছিল। উভয় জাতি ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের পরে ১৯৪০ এর দশকের শেষদিকে প্রায় একই সময়ে স্বাধীন হয়েছিল।

ভারতের মতো, ইজরায়েলরও একটি সমৃদ্ধ প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে, বহু হাজার বছর পিছনে ফিরে দুই দেশের মধ্যে স্পষ্টতই পার্থক্য হ'ল অঞ্চল এবং জনসংখ্যার আকার। ইজরায়েল ভৌগোলিক আকার 20,770 থেকে 22,072 কি.মি, ভারতের 3,287,263 কিমি এর চেয়ে ছোট। ইজরায়েলের জনসংখ্যা প্রায় নয় মিলিয়ন, অন্যদিকে ভারত প্রায় ১,৪০০,০০০ জন।

জনগণতাত্ত্বিকভাবে, উভয় জাতিরই একটি মুসলিম সংখ্যালঘুর বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে যা মোট জনসংখ্যার ১৫-২০%।

১৯৫০ সালের ১ ই সেপ্টেম্বর ভারত ইজরায়েলের স্বীকৃতি ঘোষণা করে, এরপরে ইহুদি সংস্থা বোম্বেতে একটি ইমিগ্রেশন অফিস প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে একটি কনস্যুলেটে পরিণত হয়। ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক আগে জনপ্রিয় sens ঐকমত্যের ভিত্তিতে ছিল এবং পরে বেশিরভাগই সরকারি হয়ে ওঠে। ইজরায়েলিরা বিশেষত যুবসমাজ, ভারতের সংস্কৃতি এবং ইতিহাস দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল এবং যোগাযোগের সূচনা করেছিল। এটি 1992 সালে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি গঠন করেছিল। তবে, ইজরায়েল তখন ভারতের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিল, তবে পরবর্তীকর্তারা সদয়ভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে নারাজ ছিলেন। কারণ এই

সময়টিতে ভারত এমন একটি যুবা রাষ্ট্র ছিল যা জাতিসংঘে আরব রাষ্ট্রগুলির সংখ্যাগত প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া দরকার ছিল। তদুপরি, ইহুদি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এটি তার মুসলিম জনগণের বিরোধিতা করার সামর্থ্য রাখে না। ফিলিস্তিনের কারণকে সহানুভূতি দেওয়া এই উদ্দেশ্যগুলির একটি উপজাত। ১৯৬১ সালে মিশর রাষ্ট্রপতি নাসেরের সাথে ভারত নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইহুদি রাষ্ট্রের সাথে ভারতের সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে জটিল। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কগুলিকে প্রতিরোধকারী আরেকটি প্রতিবন্ধকতা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং ইজরায়েলের আমেরিকার দিকে ঝুঁক ছিল। যাইহোক, 1992 সাল থেকে এই প্রতিবন্ধকতাগুলির অনেকগুলিই বন্ধ ছিল। মিশর ভারতীয়দের মধ্যে একটি বিশাল ইজরায়েলিতা বিরোধী মানসিকতা ভেঙে 1979 সালে ইজরায়েলের সাথে শান্তি স্থাপন করেছিল। এক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হ'ল মাদ্রিদ সম্মেলন যা ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আরব দেশসমূহ ও ইজরায়েলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ইজরায়েল -প্যালেস্তাইন শান্তি প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে এই সম্মেলনটি হয়েছিল। অনুরূপ অন্যান্য উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে 1993 ইজরায়েল-প্যালেস্টাইনের অসলো চুক্তি এবং 1994 ইজরাইল-জর্ডান শান্তি চুক্তি। এই শান্তি আলোচনা ভারতকে ইজরায়েলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করতে সহায়তা করেছিল। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির দিকে পরিচালিত অন্যান্য ইভেন্টগুলির মধ্যে রয়েছে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণ। এই বাধাগুলি অপসারণের পরে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কগুলি দ্রুত গতিতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উন্নতি লাভ করেছে, উভয় জাতির জন্য কৌশলগত সম্পদ হয়ে উঠেছে।

ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন ইস্যুতে ভারতের অবস্থান কী?

ভারত, দীর্ঘকাল ধরে, দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের আহ্বান জানিয়েছিল যা ফিলিস্তিনের একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে সমর্থন করে। তবে ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন দ্বন্দ্ব নিয়ে ভারতের অবস্থান ভারত ও ইজরায়েলের সাথে ক্রমবর্ধমান কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা দেয়নি। তবুও, ইজরায়েলের সাথে সাম্প্রতিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইস্যুতে ভারতের অবস্থানকে দুর্বল করেছে।

২০১৪ সালে, ভারত জাতিসংঘের একটি প্রস্তাবের পক্ষে, যা গাজা উপত্যকায় ইজরায়েলের দ্বারা পরিচালিত অপারেশন প্রোটেকটিভ এজ চলাকালীন 'অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে' আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের তদন্তের জন্য তদন্ত কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছিল। তবে, ভারত সরকার পূর্বের অনুশীলনের বিপরীতে ইজরায়েলী পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়ে সংসদে কোনও প্রস্তাব পাস করেনি। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে (ইউএনএইচআরসি) ভারত একই সিদ্ধান্ত কমিশনের রিপোর্টকে স্বাগত জানিয়ে সে প্রস্তাবটি বাতিল করেছিল, ভারত জাতিসংঘে প্রথমবার ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তবে, ভারত সরকার স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে এর অর্থ এই নয় যে পৃথক ফিলিস্তিনের জন্য ভারতের *traditional* ঐতিহ্যগত সহায়তায় কোনও পরিবর্তন রয়েছে। তা সত্ত্বেও, ক্রমবর্ধমান কৌশলগত সম্পর্কগুলি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে ভারত ফিলিস্তিনের পক্ষে লড়াইয়ের পক্ষে থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। ভারত ইজরায়েলের মধ্যে যে সমস্ত চুক্তি হয়েছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল -

- সাংস্কৃতিক চুক্তি 18.05.1993
- কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য চুক্তি 24.12.1993

- বিমান পরিবহন চুক্তি 04.04.1994
- টেলিযোগাযোগ এবং পোস্টের ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্পর্কিত চুক্তি 20.11.1994
- 21.12.1994 বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে সহযোগিতা সম্পর্কিত চুক্তি
- বিনিয়োগ প্রচার ও সুরক্ষার জন্য চুক্তি 29.01.1996
- আয় এবং মূলধন করের প্রতি 29.01.1996 এর উপর দ্বিগুণ করের অবদান এবং আর্থিক চুরি রোধের জন্য সম্মেলন।
- কাস্টম বিষয়গুলিতে পারস্পরিক সহায়তা এবং সহযোগিতা সম্পর্কিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি 29.01.1996 99
- একটি যৌথ হাই-টেক কৃষি বিক্ষোভ সহযোগিতা প্রকল্পের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি 30.12.1996
- শিল্প ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ও বিকাশ ক্ষেত্রের সহযোগিতা বিকাশের উপর ছাতা চুক্তি 30.12.1996
- প্রযুক্তিগত সহযোগিতার উপর চুক্তি 30.12.1996
- কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতা কর্মসূচির জন্য নির্বাহী চুক্তি। 17.10.1997
- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্পর্কিত চুক্তি 09.09.2003
- অবৈধ পাচার এবং মাদক ওষুধ ও সাইকোট্রপিক পদার্থের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহযোগিতা সম্পর্কিত চুক্তি 09.09.2003
- এনভিনিউমেন্ট সুরক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্পর্কিত চুক্তি 09.09.2003
- কূটনীতিক ধারকগণের জন্য ভিসা শুল্ক ছাড়ের চুক্তি,
  অফিসিয়াল এবং পরিষেবা পাসপোর্টগুলি 09.09.2003
- জুলাই ২০০০ এর গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ইন্দো- ইজরায়েল শিল্প উদ্যোগ
- অর্থনৈতিক সহযোগিতা নেভিগেশন চুক্তি নভেম্বর 2005
- কৃষিক্ষেত্রের মাঠে সহযোগিতার জন্য তিন বছরের কর্ম পরিকল্পনা 2006
- মাশাভ (আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতার জন্য ইজরায়েল এজেন্সি) এবং আইসিআরআইএসএটি (সেমি আরিট ট্রপিক্সের জন্য আন্তর্জাতিক শস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট) এর মধ্যে ফেব্রুয়ারী 2007
- ভারত প্রজাতন্ত্রের কৃষি মন্ত্রক এবং ইজরায়েল কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রকের যৌথ ঘোষণা কৃষি সহযোগিতার দ্বিতীয় পর্বের জন্য মে ২০১১
- ফৌজদারী বিষয়গুলিতে পারস্পরিক আইনি সহায়তার উপর চুক্তি 27/02/2014
- স্বদেশ ও জন সুরক্ষা ইস্যুতে সহযোগিতা সম্পর্কিত চুক্তি 27/02/2014
- কৃষি সহযোগিতার তৃতীয় পর্বের জন্য ভারত প্রজাতন্ত্রের কৃষি মন্ত্রক এবং ইসরাইল কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রকের যৌথ ঘোষণা জানুয়ারী 2015
- পশুপালন ও দুগ্ধজাতকরণের জন্য সিওই প্রতিষ্ঠার জন্য হরিয়ানা, ভারত এবং মাশাভের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি এপ্রিল ২০১৫

রাজনৈতিক সম্পর্ক:

১৯৫০ সালের ১ September সেপ্টেম্বর ভারত ইজরায়েলকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। এর পরেই ইহুদি সংস্থা বোম্বেতে একটি ইমিগ্রেশন অফিস প্রতিষ্ঠা করে। এটি পরবর্তীতে একটি বাণিজ্য অফিস এবং পরে কনসুলেটে রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৯৯২ সালে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পরে দূতাবাসগুলি চালু করা হয়েছিল।

1992 সালে সম্পর্কের উন্নতি হওয়ার পর থেকে প্রতিরক্ষা এবং কৃষিকাজ দ্বিপাক্ষিক জড়িত থাকার মূল স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সম্পর্কগুলি, শিক্ষা এবং স্বদেশভূমি সুরক্ষার মতো ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। সহযোগিতার ভবিষ্যতের দৃষ্টি একটি শক্তিশালী হাই-টেক পার্টনারশিপ হিসাবে দুটি শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানের অর্থনীতিকে উপযুক্ত করে তুলেছে।

দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি অক্টোবর, ২০১৫ সালে ইজরায়েল সফর করেছিলেন। সাম্প্রতিক অতীতে প্রায়শই মন্ত্রীসভা স্তরের মতবিনিময় হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন শ্রী রাজনাথ সিংহ নভেম্বর, ২০১৪ এ ইজরায়েল সফর করেছিলেন, ইজরায়েল কৃষি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা যথাক্রমে জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সালে ভারত সফর করেছিলেন

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক: ১৯৯২ সালে মূলত হীরার ব্যবসায় নিয়ে গঠিত ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যটি ২০১১ সালে ৫.১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। তখন থেকে এটি প্রায় ৪.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে স্থবির হয়ে পড়েছে। যদিও হীরাতে বাণিজ্য দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের 50% এর কাছাকাছি অবস্থিত, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাণিজ্যটি ফার্মাসিউটিক্যালস, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি এবং টেলিকম এবং স্বদেশের সুরক্ষার মতো কয়েকটি খাতে বিবিধ রূপ নিয়েছে। ভারত থেকে ইজরায়েলে প্রধান রফতানির মধ্যে মূল্যবান পাথর এবং ধাতু, রাসায়নিক পণ্য, টেক্সটাইল এবং টেক্সটাইল নিবন্ধ, উদ্ভিদ এবং উদ্ভিজ্জ পণ্য এবং খনিজ পণ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইজরায়েল থেকে ভারতে প্রধানত আমদানিতে মূল্যবান পাথর এবং ধাতু, রাসায়নিক (মূলত পটাশ) এবং খনিজ পণ্য, বেস ধাতু এবং যন্ত্রপাতি ও পরিবহন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১২ সালে পরিষেবাগুলিতে মোট দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ছিল প্রায় 877 মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইজরায়েলের ভারতের পরিষেবা রফতানি প্রায় ৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল, যার মধ্যে ১২.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল গবেষণা ও উন্নয়ন পরিষেবাগুলিতে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ইজরায়েল চীন, জাপান এবং ভারতের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিনিয়োগ:

এপ্রিল 2000 - নভেম্বর 2013 এর সময়, ইজরায়েল থেকে ভারতে এফডিআই ছিল $ 73.7 মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তথ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং সিঙ্গাপুর মাধ্যমে প্রবাহিত ইজরায়েল থেকে ভারতে প্রবাহিত এফডিআই ক্যাপচার করে না। ইজরায়েলি সংস্থা ভারতে শক্তি, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, টেলিকম, রিয়েল এস্টেট, জলের প্রযুক্তিগুলিতে বিনিয়োগ করেছে এবং ভারতে গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র বা উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করছে।

ইজরায়েল ভারতের বিনিয়োগ সম্পর্কে সরকারি তথ্য পাওয়া না গেলেও ইজরায়েলে ভারত থেকে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে ইজরায়েল 100% অধিগ্রহণ জৈন ইরিগেশন দ্বারা ড্রিপ-সেচ সংস্থা নন্দন, সান ইসরাইল বর্জ্য-জল চিকিৎসা সংস্থা আকওয়াইয়ে, তারো ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ত্রিবেণী প্রকৌশল শিল্পের বিনিয়োগের নিয়ন্ত্রণের অংশ অর্জন করেছিল। টিসিএস ২০০৫ সালে ইজরায়েলে

অভিযান শুরু করে এবং স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ২০০০ সালে তেল আবিবতে একটি শাখা খোলায়, ইনফোসিস এবং টেক মাহিন্দ্রা উল্লেখযোগ্য অ্যাকিউশন করেছেন।

ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে ১৯৯২ সালে ২০০ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০১৪ সালে ৪.৪২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০১৪ সালের হিসাবে ভারত ইজরায়েল দশম বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার এবং আমদানির উৎস এবং সপ্তম বৃহত্তম রফতানি গন্তব্য। ইজরায়েল ভারতের প্রধান রফতানির মধ্যে রয়েছে মূল্যবান পাথর ও ধাতু, জৈব রাসায়নিক, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম, প্লাস্টিক, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন, পাম্প, পোশাক ও বস্ত্র ও চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম। ২০১৪ সালে ভারত থেকে ইজরায়েল আমদানির পরিমাণ ছিল ২.৩ বিলিয়ন ডলার বা তার সামগ্রিক আমদানির ৩.২%। ইজরায়েল ভারত প্রধান রফতানির মধ্যে রয়েছে মূল্যবান পাথর ও ধাতু, বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম, সার, মেশিন, ইঞ্জিন, পাম্প, চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম, জৈব এবং অজৈব রাসায়নিক, নুন, সালফার, পাথর, সিমেন্ট এবং প্লাস্টিক। ২০১৪ সালে ভারতে ইজরায়েলের রফতানির পরিমাণ ছিল ২.২ বিলিয়ন ডলার বা তার সামগ্রিক রফতানির ৩.২%। উভয় দেশ একটি 'ডাবল ট্যাক্সেশন এড়য়েডেন্স চুক্তি'তেও স্বাক্ষর করেছে। 2007 সালে, ইজরায়েল ভারতের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করার প্রস্তাব করেছিল এবং ২০১০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। চুক্তিটি তথ্য প্রযুক্তি, জৈব-প্রযুক্তি, জল ব্যবস্থাপনা, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং কৃষিসহ অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। ২০১৩ সালে তৎকালীন ইজরায়েলের অর্থনীতিমন্ত্রী নাফতলি বেনেট একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সফলভাবে আলোচনায় বসলে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য দ্বিগুণ হয়ে $ 5 থেকে 10 বিলিয়ন ডলার করার প্রস্তাব করেছিলেন। ২০১৫ সাল নাগাদ, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির উপর আলোচনা অব্যাহত রয়েছে, উভয় দেশই পণ্যগুলির উপর আরও সংকীর্ণ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনার বিষয়ে বিবেচনা করে, এরপরে বিনিয়োগ ও পরিষেবাদিতে বাণিজ্য সম্পর্কিত পৃথক চুক্তি অনুসরণ করে। করোন ভাইরাস মহামারী অনুসরণ করে, ২০২০ সালের ৯ এপ্রিল ভারত ইজরায়েল পাঁচ টন ওষুধ ও রাসায়নিক রফতানি করে। চালানটিতে ওষুধের হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন এবং ক্লোরোকুইনের উপাদান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ উপলক্ষে ইজরায়েলে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত সঞ্জীব সিঙ্গলা উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছেন। ২০২০ সালের মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু মোদীকে ইজরায়েলের ওষুধ তৈরির জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল রফতানি নিষেধাজ্ঞা থেকে অব্যাহতি দিতে বলেছিলেন যা করোনাভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় সহায়তা করবে।

কৃষি: কৃষিতে সহযোগিতার জন্য ভারত ও ইসরাইল দ্বিপাক্ষিক চুক্তি রয়েছে। 2015-18-এর জন্য দ্বিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা বর্তমানে কার্যকর। এর লক্ষ্য, দুগ্ধ ও জলের মতো নতুন খাতে সহযোগিতা বাড়ানো। ২০১২-২০১৫ এর পূর্ববর্তী পরিকল্পনাটি হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, গুজরাট প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রের সহযোগিতা প্রসারিত করেছিল। এই রাজ্যে ইতিমধ্যে কৃষিতে ১৫ টি শ্রেষ্ঠত্ব কেন্দ্র চালু হয়েছে। উদ্যানতন্ত্র যান্ত্রিকীকরণ, সুরক্ষিত চাষাবাদ, বাগান এবং ছাউনি ব্যবস্থাপনা, নার্সারি ব্যবস্থাপনা, মাইক্রো সেচ এবং ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় বিশেষত হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে ইজরায়েলের দক্ষতা ও প্রযুক্তি থেকে ভারত উপকৃত হয়েছে। ইজরায়েলি ড্রিপ সেচ প্রযুক্তি এবং পণ্যগুলি এখন ভারতে বহুল ব্যবহৃত হয়। কিছু ইজরায়েলি সংস্থা এবং বিশেষজ্ঞরা উচ্চ দুধের ফলনের দক্ষতার মাধ্যমে ভারতে দুগ্ধ খামার পরিচালনা ও উন্নত করার জন্য দক্ষতা দিচ্ছেন।

সামরিক ও কৌশলগত সহযোগিতা: ইজরায়েলের সাথে ভারতের অস্ত্র বাণিজ্য 2016 সালে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছিল, যা রাশিয়ার পর ইজরায়েলকে ভারতের পক্ষে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস হিসাবে পরিণত করেছিল। কূটনৈতিক সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার পর থেকে উভয় দেশ দ্বিপক্ষীয় সামরিক ও গোয়েন্দা সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছে। ফ্রান্স, ইজরায়েল ও রাশিয়া সহ কয়েকটি কয়েকটি দেশ ছিল, যারা ভারতের 1998 সালের পোখরান -2 পারমাণবিক পরীক্ষার নিন্দা করেনি।

২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার পরে ইজরায়েলের প্রায় ৪০ টি বিশেষ অভিযান বাহিনী এবং তদন্তে সহায়তা করার একটি দলকে প্রস্তাব দিয়েছিল। ইজরায়েলের প্যারামেডিকস, চিকিৎসক এবং অন্যান্য পেশাদারদেরও ভারত সাহায্যের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।

ফেব্রুয়ারী 2014, ভারত এবং ইজরায়েল ফৌজদারি বিষয়গুলিতে পারস্পরিক আইনী সহায়তা, হোমল্যান্ড সিকিউরিটিতে সহযোগিতা এবং শ্রেণিবদ্ধ উপাদানের সুরক্ষা সম্পর্কিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সীমান্ত পরিচালনা, অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ও জননিরাপত্তা, অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য পুলিশ আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, অপরাধ প্রতিরোধ ও সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে চারটি কার্যনির্বাহী দল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা: ১৯৯৩ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা চুক্তির আওতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংস্থাগুলি যৌথ গবেষণা চালিয়েছিল। সহযোগিতার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে আইটি, বায়োটেকনোলজি, লেজার এবং ইলেক্ট্রো-অপটিক্স। ২০০৫ সালে, ভারত এবং ইজরায়েল শিল্প গবেষণা এবং উন্নয়ন এবং নির্দিষ্ট প্রকল্পে দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য আই আরডি তহবিল গঠনের জন্য একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করেছে। চুক্তির অধীনে কমপক্ষে একটি ভারতীয় এবং একটি ইজরায়েলের সংস্থা অবশ্যই তহবিলের জন্য যোগ্য হওয়ার জন্য কোনও প্রকল্পে সহযোগিতা করবে।

২০১২ সালে, উভয় দেশ চিকিৎসা প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, সামাজিক ও কল্যাণ বিজ্ঞান, মানবিকতা ও চারুকলা সহ বিভিন্ন শাখায় সহযোগিতামূলক গবেষণা প্রচারের জন্য পাঁচ বছরের $ 50 মিলিয়ন একাডেমিক গবেষণা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ইসরাইল জল সংকট নিরসনে জল ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা সরবরাহ করে ভারতের পরিষ্কার গঙ্গা মিশনে সহায়তা করারও প্রস্তাব দিয়েছে।

স্পেস সহযোগিতা: ২০০২ সালে, ভারত এবং ইজরায়েলের উভয় জাতির মধ্যে স্পেস সহযোগিতা প্রচারের জন্য একটি সমবায় চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। 2003 সালে ইজরায়েলের স্পেস এজেন্সি বা আইএসএ ভূমি এবং অন্যান্য সংস্থার উন্নত পরিচালনার জন্য উপগ্রহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা, বা ইসরো-এর সাথে সহযোগিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইজরায়েল চাঁদে মানবহীন নৈপুণ্য প্রেরণের ইসরোর প্রস্তাবিত মিশনে অংশ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তদ্ব্যতীত, দুটি দেশ ভারতের জিএসএটি -4-তে একটি পরিকল্পিত নেভিগেশন এবং যোগাযোগের উপগ্রহ, টাউভেক্স, ইজরায়েলের স্পেস টেলিস্কোপ অ্যারে স্থাপনার রূপরেখা হিসাবে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। টাওভেক্স অ্যারে জিএসএটি -4 থেকে ইসরো দ্বারা সরানো হয়েছিল এবং পরে অ্যারেটি আর কখনও চালু করা হয়নি জিএসএটি -4 নিজেই তার ক্রিয়োজেনিক ইঞ্জিনের ব্যর্থতার কারণে চালু করতে ব্যর্থ হয়েছিল ২০০৫ সালে, ইজরায়েল ভারতের পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল, বা পিএসএলভিতে তার প্রথম সিন্থেটিক অ্যাপারচার রাডার ইমেজিং স্যাটেলাইট টেকসারকে চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইজরায়েলের নিজস্ব মহাকাশ যাত্রা বাহনের প্রযুক্তিগত

সীমাবদ্ধতা, অর্থনৈতিক বিবেচনার বিষয়ে উদ্বেগ এবং ভারতের সাথে কৌশলগত সহযোগিতা বাড়ানোর ইচ্ছার কারণে টেকসরকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। ভারতের পিএসএলভি দিয়ে ২০০৮ সালে, টেকসর সাফল্যের সাথে ভারতের পিএসএলভি কক্ষপথে প্রবেশ করানো হয়েছিল। টেকসারের প্রাথমিক কাজগুলির মধ্যে একটি হ'ল ইরানের সামরিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা। ২০০৯ সালে ভারত রিস্যাট -২ সফলভাবে একটি সিন্থেটিক অ্যাপারচার রাডার ইমেজিং স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছিল। রিস্যাট -২ ইজরায়েল এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ বা আইএআই, ইসরোর সাথে মিলে তৈরি করেছিল রিস্যাট -২ স্যাটেলাইট। উৎক্ষেপণের লক্ষ্য ছিল ভারতকে বৃহত্তর পৃথিবী পর্যবেক্ষণ শক্তি সরবরাহ করা, যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উন্নতি করতে পারে এবং নজরদারি ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার পরে ভারতের ভবিষ্যতের নজরদারি সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য রিস্যাট -২ উপগ্রহটির অধিগ্রহণ ও পরবর্তী প্রবর্তনকে ত্বরান্বিত করা হয়েছিল।

প্রতিরক্ষা এবং সুরক্ষা: ভারত ইজরায়েল থেকে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি আমদানি করে। সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা কর্মীদের মধ্যে নিয়মিত মতবিনিময় হয়। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল বিক্রম সিং এবং প্রতিরক্ষা সেক্রেটারি ২০১৪ সালে ইজরায়েল সফর করেছিলেন। ইজরায়েলী নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানরা ২০১৫ সালে ভারত সফর করেছিলেন। আইএনএস ট্রিকান্ডের মাধ্যমে আগস্ট, ২০১৫ সালে হাইফা বন্দরে একটি পোর্ট অফ কল করা হয়েছিল।

সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের মাধ্যমে সন্ত্রাসবিরোধী ইস্যুতে চলমান সহযোগিতা রয়েছে, যা জুলাই, ২০১৫ সালে তাদের শেষ বৈঠক করেছে। ফেব্রুয়ারী ২০১৪ সালে ভারত ও ইজরায়েল ফৌজদারি বিষয়সমূহে পারস্পরিক আইনি সহায়তা সম্পর্কিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে হোমল্যান্ড, জননিরাপত্তা সুরক্ষা এবং শ্রেণিবদ্ধ উপাদানের সুরক্ষা। হোমল্যান্ড সিকিউরিটিতে সহযোগিতার আওতায় সীমান্ত পরিচালনা, অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ও জননিরাপত্তা, অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য পুলিশ আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, অপরাধ প্রতিরোধ ও সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে চারটি কার্যনির্বাহী দল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এই দলগুলি ভারত এবং ইজরায়েল নিয়মিত মিলিত হয়। ২০১২ এবং ২০১৩ ব্যাচের আইপিএস অফিসার প্রশিক্ষণার্থীরা বিদেশী এক্সপোজার ভ্রমণের জন্য ২০১৫ সালে ইজরায়েল সফর করেছিলেন। এস এন্ড টি তে সহযোগিতা এসএন্ডটি-তে ভারত- ইজরায়েল সহযোগিতা দুটি ট্র্যাকেই বিকশিত হয়েছে। ১৯৯৩ সালে স্বাক্ষরিত এসএন্ডটি সহযোগিতা চুক্তির অধীনে এসএন্ডটি সংস্থাগুলির যৌথ গবেষণা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, ২০০৫ সালে স্বাক্ষরিত শিল্প গবেষণা ও উন্নয়ন উদ্যোগের একটি সমঝোতা চুক্তির আওতায় দ্বিপক্ষীয় শিল্প গবেষণা ও উন্নয়ন ও নির্দিষ্ট প্রকল্পগুলির প্রচারের জন্য একটি যৌথ শিল্প গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল আই 4 আরডি গঠন করা হয়েছিল। আই 4 আরডি এর আওতায় যৌথ শিল্প প্রকল্পগুলি অর্থায়িত হয়। 2013 সালে কর্ণাটক রাজ্য কাউন্সিলের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কর্ণাটক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রচার সমিতি শিল্প গবেষণা ও উন্নয়ন অংশীদারিত্বের জন্য ইজরায়েলি শিল্প কেন্দ্র গবেষণা ও উন্নয়ন জন্য ইজরায়েল ম্যাটিম্পের সাথে একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করেছে। কর্মসূচির মাধ্যমে শিল্পগুলি যৌথ দ্বিপক্ষীয় আরএন্ডডি প্রকল্পগুলির অংশীদার মিলন এবং তহবিলের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা চাইতে পারে, যার মধ্যে কমপক্ষে কর্ণাটকের একটি ছোট / মাঝারি স্কেল সংস্থা এবং একটি ইজরায়েলি সংস্থা জড়িত। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ভারত ও ইজরায়েল যৌথ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্ভাবন প্রচারের লক্ষ্যে একটি ভারত- ইজরায়েল সহযোগিতা তহবিল প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক

আলোচনা হয়েছিল। এই তহবিলটি পাঁচ বছরের সময়কালে মোট ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার প্রতিটি পক্ষই ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অবদান রাখবে। ভারতের পক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ হ'ল নোডাল বিভাগ। টাটা ইন্ডাস্ট্রিজ এবং রামোট, তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয় (বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি স্থানান্তর সংস্থা) ইঞ্জিনিয়ারিং, সঠিক বিজ্ঞান, পরিবেশ এবং পরিষ্কার প্রযুক্তি, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং স্বাস্থ্যসেবা সহ বিস্তৃত ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক প্রযুক্তিগুলি তহবিল ও উৎপাদন করতে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। সমঝোতা চুক্তির আওতায়, টাটা ইন্ডাস্ট্রিজ, ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে, রামোটের মার্কিন $ 20 মিলিয়ন প্রযুক্তি ইনোভেশন মোমেন্টাম ফান্ডে শীর্ষ বিনিয়োগকারী হবে। সান ফার্মা অ্যানকোলজি এবং মস্তিষ্কের রোগের জন্য ওষুধ বিকাশের জন্য যথাক্রমে টেকটিওন এবং ওয়েজমানের সাথে গবেষণা সহযোগিতায় স্বাক্ষর করেন। ইসরো এবং ইজরায়েল স্পেস এজেন্সি তাদের যোগাযোগ পুনরুদ্ধার করে এবং ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে দ্বি বৈঠক করে। সাইবার এমন একটি ক্ষেত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যেখানে উভয় দেশ সহযোগিতা করতে শুরু করেছে।

সংস্কৃতি এবং শিক্ষা: ভারত ইজরায়েল সাংস্কৃতিক traditions ঐতিহ্য সহ একটি প্রাচীন জাতি হিসাবে পরিচিত। তরুণ ইজরায়েলিরা ভারতকে একটি আকর্ষণীয়, বিকল্প পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে উপলব্ধি করেছে। প্রতি বছর ৩০-৩৫ হাজার ইজরায়েলী পর্যটন ব্যবসা এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে ভারতে যান। প্রতি বছর ৪০,০০০ এরও বেশি ভারতীয় ইজরায়েল যান। তারা বেশিরভাগ তীর্থযাত্রী যারা পবিত্র সাইটগুলি পরিদর্শন করে। দূতাবাস ইজরায়েল বক্তৃতা প্রদর্শন, কর্মশালা, রন্ধন অনুষ্ঠান, ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সহ বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ইজরায়েল প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে 1,500 জনেরও বেশি লোক অংশ নিয়েছিল। ভারত সম্পর্কিত কয়েকটি কোর্স তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়, হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ান স্টাডিজ বিভাগে ভারতীয় গবেষণার জন্য একটি চেয়ারের জন্য ভারত তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যার অধীনে ভারতীয় অধ্যাপকরা একটি সেমিস্টারের জন্য যাচ্ছেন। কয়েকটি বেসরকারী ও পাবলিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুষদ বিনিময়ের জন্য ইজরায়েল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে চুক্তি করেছে যার অধীনে ইজরায়েলী অধ্যাপকরা ভারতে একটি সেমিস্টার পাঠদান ব্যয় করেন। ভারতীয় এবং ইজরায়েলী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করে এবং বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২০১৫ সালের অক্টোবরে মাননীয় রাষ্ট্রপতির সফরের সময়, ভারত ও ইজরায়েলী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে আটটি একাডেমিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ২০১৩ সালের মে মাসে, ভারত এবং ইজরায়েল যৌথ একাডেমিক গবেষণার জন্য একটি নতুন তহবিল কর্মসূচি চালু করেছিল, যার প্রথম পর্বের সঠিক বিজ্ঞান এবং মানবিক উভয় বিষয়ে ফোকাস করা হবে। উভয় সরকার চার বছরের ব্যবধানে প্রত্যেকে 12.5 মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। তহবিলের অধীনে পরীক্ষামূলক প্রকল্পগুলি 300,000 মার্কিন ডলার পর্যন্ত সরবরাহ করা হয় এবং তাত্ত্বিক প্রকল্পগুলি 180,000 মার্কিন ডলার পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়। সমমনা সংস্থা হ'ল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং ইজরায়েল বিজ্ঞান ফাউন্ডেশন। ইজরায়েলীরা ভারতকে তার সংস্কৃতি এবং *tradition ঐতিহ্যের* জন্য চেনে, এটিকে একটি আকর্ষণীয় বিকল্প পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলেছে। 2017 সালে, ভারতীয় পর্যটকরা একটি এশীয় দেশ থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম হয়ে উঠল। ২০১১ সালে, ভারত থেকে আসা সাংস্কৃতিক শিল্পী এবং অভিনয়শিল্পীরা দুই দেশের মধ্যে ২০ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্কের স্মরণে তিন সপ্তাহের উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন। 2019 সালে, সাংস্কৃতিক বন্ধন বাড়াতে একটি বৃহত্তর

পর্যায়ে শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। 2020 সালের 15 ফেব্রুয়ারি, মুম্বাইয়ে দুই দেশের মধ্যে শৈল্পিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রচারের জন্য সর্বপ্রথম জেরুজালেম-মুম্বই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই উৎসবটির উদ্দেশ্য জেরুজালেম এবং মুম্বাই শহরগুলির মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন এবং সংগীত, রন্ধন শিল্প এবং নৃত্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বেশ কয়েকটি সরকারী এবং বেসরকারী ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইজরায়েল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে একাডেমিক চুক্তি করেছে। ২০১২ সাল থেকে ইজরায়েল তিন বছর ধরে সব ক্ষেত্রে ভারত ও চীন থেকে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য স্নাতকোত্তর বৃত্তি দিচ্ছে। ভারতও প্রতি বছর ইজরায়েলিদের বৃত্তি দেয় এবং সমীক্ষায় বিশেষায়িত ক্ষেত্রে 10 মাসের কর্মসূচির জন্য ইজরায়েল দ্বারা সমান সংখ্যক বৃত্তি দেওয়া হয়। ২০১৪ সালে, ইজরায়েল ভারতীয় হীরা সম্প্রদায় হিন্দিতে মেধাবী ইজরায়েলী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারতে পড়াশোনা ট্যুরের অর্থের জন্য একটি তহবিল গঠন করেছিল।

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের দ্বারা চ্যালেঞ্জগুলি কী কী?

ইজরায়েল ও ফিলিস্তিনকে ভারতের বৈদেশিক নীতিমালায় পরিণত করা কঠিন, এটি মধ্য প্রাচ্যের ইজরায়েল ও অন্যান্য জাতির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ককে কৌশলগত করার সময় তা উল্লেখযোগ্য বিবেচ্য করে তুলেছে। ইজরায়েল ও আমেরিকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে ইরানের সাথে ভারতের সম্পর্ককে বর্তমান পরিস্থিতিতে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে, যার ফলে এই দেশগুলির মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে। ফিলিস্তিনিদের প্রতি বিরোধী মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত ইজরায়েল রাজনীতিও ভারতের পক্ষে কূটনৈতিক সম্পর্ক বাড়ানো কঠিন করে তুলেছে। সংখ্যালঘুদের প্রতি ইজরায়েল বৈষম্য, বিশেষত ভারত থেকে ইহুদি সংখ্যালঘুরা কূটনৈতিক সম্পর্ককে বাধাগ্রস্ত করছে। ইজরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সরকারের এই অবিচল অবস্থানটি ইরানের সাথে এবং ইজরায়েলের বিরুদ্ধে থাকা অন্যান্য জাতির সাথে তার সম্পর্কের কৌশল চালানো ও ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছে। ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে পার্থক্য ভারসাম্য রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া প্রায়শই কঠিন ও জটিল। ইজরায়েল সাথে কাজ করার সময় ভারতের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে নমনীয়তা অবশ্যই ভারত সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিকভাবে উভয় পক্ষই এই অঞ্চলে বিবাদমান জাতিগুলির পক্ষ না নিয়েই ভারত এখন পর্যন্ত মধ্য প্রাচ্যে তার স্বার্থকে ভারসাম্য বজায় রাখতে সফল হয়েছে। সুন্নি অধ্যুষিত এবং শিয়া অধ্যুষিত আরব দেশ এবং ইজরায়েলের সাথে আপোসাত্মক সম্পর্ক বজায় রাখা সঠিক দিকের একটি পদক্ষেপ।

উপসংহার: ইজরায়েলের সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক সম্পর্ক ভারতের জাতীয় স্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফিলিস্তিনিদের ভারত ত্যাগ করার সমালোচনা সত্ত্বেও, বর্তমান সন্ধিক্ষণে, অত্যন্ত অস্থিতিশীল পশ্চিম এশিয়ায় ভারসাম্য গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে প্রয়োজন দেখা দিলে পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। ২০২১ সালের ২৯ জানুয়ারি দিল্লিতে ইজরায়েলী দূতাবাসের বাইরে একটি ছোট্ট বিস্ফোরণ ঘটেছিল যখন দুটি দেশ ভারত- ইজরায়েল সম্পর্কের ২৯ তম বার্ষিকী উদযাপন করে ইজরায়েল ইরানকে দোষ দিয়েছে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

1. Kumaraswamy, P.R., India's Israel policy Columbia University Press: New York, 2010.

2. Swamy ,Raja,"The Case against Collaboration between India and Israel", The Mronline, Aug 30, 2006 by https://mronline.org/2006/08/30/the-case-againstcollaboration-between-india-and-israel/
3. Jyoti, Drubo, "Modi Praises Indian Army for Surgical Strikes, Compares It to Israel", The Hindustan Times, October 18, 2016, accessed at https://www.hindustantimes.com/india-news/modipraises-indian-army-for-surgical-strikes-compares-it-toisrael/story-eTqN4s5a3Y70KVv4DRMfWM.html
4. The Scroll, "Why can't India become Israel?' asks Union minister VK Singh, attacks government critics", The Scroll, March 07, 2019, accessed at, https://scroll.in/latest/915672/why-cant-india-becomeisrael-asks-union-minister-vk-singh-attacks-governmentcritics.
5. Hadass, Joseph, "Indo-Israeli Relations", India International Centre Quarterly, 29, (2), 2002, pp 95-106
6. Inbar, Efraim, "Israel and India: Looking Back and Ahead", Strategic Analysis, 41(4), 2017, pp 369-383
7. Sharma, Ashok and Bing, Dov, "India–Israel relations: the Evolving, Partnership", Israel Affairs, 21(4), 2015, pp 620- 632
8. . Blarel, Nicolas, "Assessing US Influence over India–Israel Relations: A Difficult Equation to Balance?", Strategic Analysis, 41(4), 2017, pp 384-400
9. Falk, Joshua, "India's Israel Policy: The Merits of a Pragmatic Approach", Stanford Journal of International Relations, 2(1), 2009, pp 1-6.
10. Srivastava, R.K., "India-Israel Relations", the Indian Journal of Political Science, 31(3), 1970, pp 238- 264.
11. Freedman, Robert O., "Relations between the USSR and Israel since the Accession of Gorbachev", Soviet Jewish Affairs, 18 (2), 1988, pp 43-63.
12. Browne N. A. K., "A Perspective on India–Israel Defence and Security Ties", Strategic Analysis, 41(4), 2017, pp 325- 335.
13. Iqbal, Javid, "Palestine as a Factor in Indo-Israel Relations", in Fazal Mahmood and Rafiullah Azmi (eds.), Foreign Policy of India and West Asia: Change and Continuity, New Century Publications: New Delhi, 2014
14. Cowshish, Amit, "India–Israel Defence Trade: Issues and Challenges", Strategic Analysis, 41(4), 2017, pp 401-412.
15. The SIPRI, "Transfers of Major Weapons from Israel to India: Deals with Deliveries or Orders made for 1990 to 2018", The Stockholm International Peace Research Institute, accessed at, https://www.sipri.org/databases/armstransfers.
16. The MEA India, "India-Palestine Relations", Ministry of External Affairs India, July 2016, accessed at, https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Palestine_July_2016.pdf
17. Prashad, Vijay, "Israel and I", in Githa Hariharan (eds.), From India to Palestine: Essay in Solidarity, New Delhi: Left Wood Books, 2014, pp 99.

18. Madan Tanvi, "Whya India and Israel, are Bringing their Relationship out from Under the Carpet", The Brookings, Feb 11, 2016, accessed at, www.brookings.edu/.../whyindia-and-israel-are-bringing-their-relationship-ou
19. Ahronmeim, A., "Indian Navy Receives First Missile Jointly Developed with Israel," The Jerusalem Post, Aug. 29, 2017, accessed at, https://www.jpost.com/Israel-News/Israelsells-India-their-first-long-range-surface-to-air-missile503696
20. The MIDH, "Countries Core: Israel", Integrated Development of Horticulture (MIDH) Government of India, January 2020, accessed at, https://midh.gov.in/CoE/aboutus.html
21. Kaur, Vinay, "India's Israel Relations in the Modi Era: A Transformative Shift", Israeli Affairs, 1(1), 2019, pp 1-17.
22. Johny, Stanly, "Ties with Israel on upswing: Pranab", The Hindu, October 14, 2015, accessed at http://www.thehindu.com/news/international/presiden t-pranab-mukherjee-sixday-trination-tour-ties-withisrael-on-upswing-pranab/article7762301.ece
23. The Wire, "Focus on Water and Terror as Modi Makes Israel India's 31st 'Strategic Partner", The Wire, July 6, 2017, accessed at, https://thewire.in/154777/modiisrael-water-terror/,
24. The MEA India, "Annual Report 2017-018", The Ministry of External Affairs India, accessed at, www.mea.gov.in
25. The Jerusalem Post (2016), "Rivlin to JPost: India won't let Anyone Threaten Israel's Right to Exist" The Jerusalem Post, November 25, 2016, accessed at, http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-AndDiplomacy/Rivlin-to-Post-India-wont-let-anyonethreaten-Israels-right-to-exist-473410.
26. The News18, "Netanyahu Live in India: Israeli PM lauds Modi, Says Astonished to see India's rise in the Ease of Doing Business", The News18.com, Jan 16, 2018, accessed at, http://www.news18.com/news/india/netanyahu-inindia-live-israeli-pm-lauds-modi-says-astonished-to-seeindias-rise-in-ease-of-business-rankings-1633193.html,
27. The Economic Outlook CMIE, "Commodity Composition of India's Export and Import in USD Million: 1994-95 to 2017-18", accessed athttps://economicoutlook.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wshreport&tabcode=001055055000000000&repnum=73013&frequency=A&colno=1
28. Pandit,Rajat,"US Pips Russia as Top Arms Supplier to India"', The Times of India, Aug 13, 2014, accessed at https://timesofindia.indiatimes.com/india/US-pipsRussia-as-top-arms-supplier-toIndia/articleshow/40142455.cms; See also, Pant, Harsh V. and Sahu, Ambuj, "Israel's Arms Sales to India: Bedrock of a Strategic Partnership", The ORF, September 2019, Issue No., 311, accessed at https://www.orfonline.org/wpcontent/uploads/2019/09/ORF_Issue_Brief_311_IndiaIsrael.pdf

29. The Times Now, "Israeli Spyder Hits Pakistani Drone India", The Times Now, Feb 26, 2019, accessed at, https://www.timesnownews.com/india/article/israel i-spyder-pakistani-spy-drone-abdasa-village-kutchgujarat-balakot-air-strike-rafale-advance-defensesystem-derby-missile/372979.
30. Gady, Franz-S., "India's Army Approves 'Emergency Purchase' of 240 Israeli Anti-Tank Guided Missiles", The Diplomat, April 17, 2019, https://thediplomat.com/2019/04/indias-armyapproves-emergency-purchase-of-240-israeli-anti-tankguided-missiles/
31. Roy, S. (2014, July 18). Rajya Sabha vs Lok Sabha on Israel vs Palestine. *Indian Express*.Retrieved from https://indianexpress.com/article/india/india-others/rajya-sabha-vslok-sabha-on-israel-vs-palestine/
32. Roy Choudhury, S. (2017, July 6). India, Israel expand cooperation from defense to science,agriculture and technology. *CNBC*. Retrieved from https://www.cnbc.com/2017/07/06/ modi-visit-to-israel-agreements-signed-in-defense-and-technology.html
33. Rubinoff, A. G. (1995). Normalization of India-Israel relations: Stillborn for forty years.*Asian Survey*, *35*(5), 487–505.
34. Sanyal, A. (2017, May 26). 3 years of Narendra Modi government: Big push to recastforeign policy. *NDTV*. Retrieved from http://www.ndtv.com/india-news/3-years-ofnarendra-modi-government-big-push-to-recast-foreign-policy-1704317
35. Schank, R., & Abelson, R. (1977). *Scripts, plans, goals and understanding: An inquiry intohuman knowledge structures*. Hilldale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
36. Schechtman, J. (1966). India and Israel. *Midstream*, *12*, 48–71.
37. Scott, D. (2009). India's 'extended neighbourhood' concept: Power projection for a rising power. *Indian Review*, *8*(2), 107–143.
38. Sharma, R. (2014, July 25). Gaza crisis: Modi govt's UNHRC vote against Israel must be lauded. *Firstpost*. Retrieved from https://www.firstpost.com/world/gaza-crisis-modigovts- unhrc-vote-against-israel-must-be-lauded-1633149.html
39. Srivastava, R. K. (1970). India-Israel relations. *The Indian Journal of Political Science*, *31*(3), 238–264.
40. Sullivan, R. (2016). *Geography speaks: Performative aspects of geography*. Abingdon, Oxon, UK: Routledge.
41. The Foreign Investment and Industrial Cooperation Authority. (2017, July 6). '*India-Israel Innovation Bridge' launches the Israel innovation authority and the India department of industrial policy and promotion join startup ecosystems of India and Israel*. Retrieved from http://economy.gov.il/English/NewsRoom/PressReleases/Pages/
42. IndiaIsraelInnovationBridgeLaunches.aspx

The Hindu Business Line. (2017, July 4). *Special welcome to Modi on 'ground breaking' visit to Israel*. Retrieved from https://www.thehindubusinessline.com/news/specialwelcome-to-modi-on-groundbreaking-visit-to-israel/article9748974.ece

43. Tuathail, G. O. (2002). Theorizing practical geopolitical reasoning: The case of the United States' response to the war in Bosnia. *Political Geography, 21*(5), 601–628.
44. Tuathail, G. O., & Agnew, J. (1992). Geopolitics and discourse: Practical geopolitical reasoning in American foreign policy. *Political Geography, 11*(2), 190–204.
45. Tuathail, G. O., & Dalby, S. (1998). Introduction: Rethinking geopolitics: Towards acritical geopolitics. In G. O. Tuathail & S. Dalby (Eds.), *Rethinking geopolitics* (pp.1–16). Abingdon, Oxon, UK: Routledge.
46. Turner, O. (2013). 'Threatening' China and US security: The international politics ofidentity. *Review of International Studies, 39*(4), 903–924.
47. Umar, B. (2014, July 27). India's 'balancing act' on Gaza crisis. *Aljazeera*. Retrieved from https://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/07/india-israel-gaza-crisispalestine- hamas-bjp-20147271212599984 83.html
48. Walker, R. B. J. (1993). *Inside/outside international relations as political theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
49. Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of powerpolitics. *International Organization, 46*(2), 391–425.
50. ———. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge: Cambridge University Press.